ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-২৫৫৫
আগরতলা, ২৭ আগস্ট, ২০২৫

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু

সহীম মিঞার স্পাইন সার্জারির জন্য সহযোগিতা করতে স্বাস্থ্য দপ্তরকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচির ৫৩তম পর্বে আজও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সমস্যা পীড়িত মানুষ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সঙ্গে কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যেকেরই অভাব অভিযোগ শুনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকারি বাসভবনে আয়োজিত মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে রাণীবাজারের কৃষ্ণনগরের বিশ্বজিৎ দাস তার স্নায়ুজনিত, গ্যাসট্রিক সহ নানা রোগের সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। বিশ্বজিৎ দাস আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য সঠিকভাবে চিকিৎসা করাতে পারছেননা। তাই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তার চিকিৎসার জন্য সাহায্য প্রার্থণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ দাসের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দেন।

মেলাঘরের দক্ষিণ কালাপানীয়া থেকে আগত বিল্লাল মিঞার ১২ বছরের ছেলে সহীম মিঞার স্পাইন সার্জারির জন্য সহায়তা প্রদানের আবেদন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বিল্লাল মিঞার ছেলের চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে তৎক্ষনাৎ স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার নির্দেশ দেন। আগরতলার ভাটি অভয়নগরের নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কিডনি জনিত রোগে ভুগছেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তিনি তার স্ত্রীর সঠিক চিকিৎসা করাতে পারছেননা। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ চন্দ্র ঘোষের স্ত্রীর চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এছাড়াও নলছড়ের বিপদ দেবনাথ, ফটিকরায়ের হেনা দাস, আগরতলার রামনগরের সুমন ভট্টাচার্য, বিশালগড়ের সোহেল আলম প্রমুখ চিকিৎসা সংক্রান্ত সহযোগিতার আর্জি নিয়ে আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রত্যেকেরই সমস্যার কথা শুনে প্রয়োজনীয় সমাধানের আশ্বাস দেন।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সাহায্য ছাড়াও আজ মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা সামাজিক পরিষদের প্রধান সমাজপতি দেবাঞ্জন চাকমা পরিষদের বিভিন্ন দাবী ও সমস্যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সহায়তার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্য চাকমা পরিষদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু কর্মসূচিতে এছাড়াও স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায়, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. তপন মজুমদার, জিবিপি হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শঙ্কর চক্রবর্তী, অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. শিরোমনি দেববর্মা এবং আইজিএম হাসপাতালের মেডিকেল সুপার ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

****